20/4/2000

ভোরের কাগজ

তারিখ .... পৃঃ 4 ... কলাম ... 5 ......

শিক্ষা বোর্ডে অনিয়ম ও নকল প্রতিরোধে ব্যর্থতা

ভোরের কাগজের ২৯ মার্চ সংখ্যার 'চিঠি' বিভাগে উপরোক্ত বিষয়ক সময়োপযোগী লেখাটির জন্য পত্রলেখক মোঃ আহসান উল্লাহ খান চৌধুরী সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এবার এসএসসি পরীক্ষার পূর্বে নকল প্রতিহত করার জন্য শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান সাহেবদের নামে বোর্ডের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে জাতীয় দৈনিকগুলোতে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শূন্য ফলাফল অর্জিত হয়েছে। নকলের দায়ে এসএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং নকলের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বহিষ্কৃত হয়েছেন ৩০০ জন শিক্ষক যারা নিজেদেরকে মানুষ গড়ার কারিগর বলে অহরহ দাবি করে থাকেন। চলতি এইচএসসি পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বহুদিন ধরে চললো পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রতিযোগিতা— বিষয় নকল প্রতিরোধ। এবারো ফলাফল হলো শূন্য।

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দুদিনেই ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে এবং নকল ও কেন্দ্রের সহাবস্থানে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা আসছে না। শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা না থাকলে নকলের মূলোৎপাটন কখনই সম্ভব নয়— সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নির্মম সত্যটি অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জামতৈল এবং রানীশংকৈল পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসক সাহেবরা কেন সেখানে পরীক্ষা গ্রহণ করলেন? নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই বেরিয়ে আসবে আসল সত্য— পরীক্ষার্থীদের কাছে জেলা প্রশাসকের দায়বদ্ধতা কোথায়? ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থীদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট প্রদান সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত কাজ। এ ব্যাপারেও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া আবশ্যক। এই অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ফলাফল বাতিল করা উচিত।

শোনা যায়, পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বোর্ডে প্রেরিত উত্তরপত্রের বান্ডিলে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হয় বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের যোগসাজশে। উত্তরপত্র কোন পরীক্ষকের কাছে জেনে নিয়ে চলবে নম্বর প্রাপ্তির জন্য দর কষাকষি। অনেক অসৎ পরীক্ষক এ ধরনের সুযোগই চান মোটা অংকের অর্থ আয়ের সন্ধানে। বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবদের নিয়োগ প্রায়শ পরীক্ষা শুরুর পূর্বক্ষণে দেওয়া হয়। তারা কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই অসাধু কর্মচারীরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে নেয়। আবার চেয়ারম্যান সাহেবরা অনিয়মের ফাঁকফোকর বুঝতে বুঝতে তাদের বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠে। গত পাঁচ বছরে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বোর্ড পেয়েছে তিনজন করে চেয়ারম্যান এবং যশোর বোর্ড পেয়েছে চারজন চেয়ারম্যান। ঘন ঘন চেয়ারম্যান পরিবর্তনে বোর্ড প্রশাসনে স্থিতিশীলতা আসছে না।

শিক্ষা বোর্ডসমূহের সকল দুর্নীতি ও অনিয়মের অবসান হোক এটাই সবার প্রত্যাশা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেবেন কি?

মোঃ আবু ইউসুফ
১৮, নয়াপল্টন, ঢাকা।